গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এ মিছিল প্রেরণার, এ মিছিল আস্থার

কলকাতার হেদুয়া পার্ক থেকে মহামিছিল এগিয়ে চলেছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। ২১ জানুয়ারি

সিবিআই থেকে আদালত— বিচারের নামে নির্লজ্জ প্রহসন যখন মানুষকে হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করতে উদ্যত, ঠিক তখন ২১ জানুয়ারির মহামিছিল বিপরীত বার্তা দিয়ে গেল। সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। মানুষ আছে, তাদের চোখের জল আছে। ওই চোখের জলে ভিজানো প্রতিবাদ আছে। ওই দিন কলকাতার রাজপথ প্রবীণ থেকে নবীনের কণ্ঠে গর্জিত হল সেই আস্থা, সেই বিশ্বাস— রাস্তা ছাড়ি নাই, আন্দোলন চলবেই, শেষ আমরা দেখেই ছাড়ব।

দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে সুন্দরবনের খেত খামার জনপদ— গত দেড় মাস ধরে একটি আওয়াজেই আন্দোলিত হয়েছে— ২১ জানুয়ারি মহামিছিলে কলকাতায় চলুন। অভয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর বিচার চাই, বেকারদের কাজ চাই, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি চাই, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য চাই, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে ইত্যাদি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতিকারের দাবিতে শত শত কণ্ঠ হাট-বাজার-পাড়া মথিত করে মানুষকে আহ্বান করেছে মিছিলে শামিল হওয়ার জন্য।

২১ জানুয়ারি প্রমাণ করে দিল— মানুষ সাড়া দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও গরিব ঘরের রমণী থেকে শুরু করে গ্রামীণ যুব সমাজ, খেতমজুর, কৃষক, কলকারখানা, চা-বাগানের শ্রমিক সহ সমস্ত অংশের মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল এই মিছিলে।

২১ জানুয়ারি লেনিন স্মরণ দিবসে মহামিছিলের দিন স্থির করার পিছনে উদ্দেশ্য ও বার্তাও পরিষ্কার। তা হল শ্রমিক-কৃষকের শোষণ-লুণ্ঠন, বেকারত্বের জ্বালা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমস্যা থেকে নারীর অবমাননা-অত্যাচার নিপীড়ন— সব কিছুকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হলে সরকার পরিবর্তন দিয়ে হবে না। সমাজ ব্যবস্থার, উৎপাদন ব্যবস্থার, রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে— যে পথ মহান লেনিন রাশিয়ার বুকে এঁকে দিয়েছিলেন।

হেদুয়ার রাস্তায় মঞ্চ বেঁধে সভা চলেছে দুপুর থেকেই। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এই সভা থেকে বলেন, আজকের এই জনজোয়ারের বার্তা— এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও তীব্র রূপ ধারণ করবে। রাজ্যের রাজধানী থেকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়বে। আন্দোলনের জোয়ারে আগামী দিনগুলো গোটা পশ্চিমবাংলা ভাসবে। মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এই লড়াই আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

মিছিলের চলার পথে বহু মানুষ সংহতি জানাতে রাস্তার দু'পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁদের অনেকেই মিছিলের স্লোগানে গলা মেলান। কলেজ স্কোয়ারের সামনে প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন তাঁদের প্রতিনিধিরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন, পরিবহণ শ্রমিক সংগঠন, হুগলি জেলার বিদ্যুৎগ্রাহকদের দুটি সংগঠনও নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানান। বউবাজার মোড় এবং হিন্দ সিনেমার মোড়েও নাগরিকরা পুষ্পস্তবক তুলে দেন নেতৃবৃন্দের হাতে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মুখে মঞ্চের উপর রাখা মহান লেনিনের প্রতিকৃতিতে যখন মাল্যদান করে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ শ্রদ্ধা জানালেন— হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, মহান নেতা লেনিন জিন্দাবাদ, মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ। কমরেড অসিত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত অন্য পলিটবুরো সদস্যরা লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন। মঞ্চ থেকেই প্রভাস ঘোষ নেমে গেলেন মিছিলে। রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। এর পর তাঁর নেতৃত্বেই মিছিল এগিয়ে চলল ধর্মতলার দিকে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রভাস ঘোষ বলেন, বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে। এই হত্যার জন্য যারা প্রকৃত দায়ী তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পুলিশ অফিসার সবাইকেই ছেড়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এ মিছিলের শুরু অনেক আগেই শেষও বহুদূরের লক্ষ্যে

এই কি বিচার হল? কোথায় রইল ন্যায়? দুর্নীতি-খুন ধর্ষণের বড় চক্রীরা তো বহাল তবিয়তেই রইল! তবে কি কেন্দ্রীয় সরকারের ‘খাঁচার তোতা’ সিবিআইয়ের মালিকরা তাদের কর্মচারীদের কলকাতা পুলিশের তৈরি বয়ানের বাইরে আর কোনও বুলি শেখাতে নারাজ! এই সঞ্জয় রায়ই যদি একমাত্র দোষী হয় তবে তিনি কি এতটাই প্রভাবশালী, যে তাকে বাঁচাতে আর জি কর মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, টালা থানার প্রাক্তন ওসি, কলকাতা পুলিশের বড় বড় কর্তা, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের একাধিক কর্তা, রাজ্যের শাসক দলের থ্রেট কালচারের মাথা চিকিৎসক নামধারী ক্রিমিনালরা প্রমাণ লোপাটে হাত লাগাতে ৯ আগস্টের ওই অভিশপ্ত ভোরেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল? ১৮ জানুয়ারি আদালতের রায় যখন কার্যত একা সঞ্জয় রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করে অভয়ার খুনের বিচারে দাঁড়ি টানার কথা বলছে— দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল প্রায় এই কথাগুলোই।

এতদিন ধরে অনেকেই ভাবছিলেন, অভয়ার ন্যায়বিচার যে মিছিলের প্রথম দাবি, তাতে পা মেলানো উচিত। ২১ জানুয়ারি তা পৌঁছে গেল সিদ্ধান্তে— এই মিছিলে হাঁটতে হবে, তুলতে হবে উচ্চস্বরে দৃপ্ত স্লোগান— শাসক তুমি রেহাই পাবে না। কোনও দিন রাজনৈতিক মিছিলে না হাঁটা মানুষও এসে দাঁড়ালেন মিছিলের সারিতে।

২১ জানুয়ারি, সুবিশাল মিছিলটার শুরু কি হেদুয়া পার্কেই? আর শেষটা কি এসপ্ল্যানেডের মোড়ে? যে জনপ্লাবনে এ মিছিল ভাসল, তার কি এখানেই সূচনা আর সমাপ্তি? মাইক যখন থেমেছে, স্লোগানের উচ্চকিত স্বর যখন বিশ্রামে, তখনও কিন্তু এই মিছিলে অংশ নেওয়া মানুষ তো বটেই, যাঁরা মিছিল দেখতে রাস্তার দু’ধারে এসে দাঁড়ালেন, এমনকি দূরে থেকেও পাশে থাকলেন যে অসংখ্য মানুষ, তাঁদের চোখমুখ, তাঁদের আলোচনা বলে দিয়ে গেল এ মিছিলের শুরু সমাজের অনেক গভীরে। বুকে জমে থাকা অনেক অনেক বঞ্চনা, ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলোর দানা বাঁধা জাগরণের রূপ এই মিছিল। এমন এক মিছিলের শুরু যেমন একদিনের পথ হাঁটায় সীমাবদ্ধ থাকে না, শেষও সেখানে নয়— এ বহন করে নিয়ে যায় অনেক দূর পথ চলার আহ্বান।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনের শুরু থেকেই একদিকে চলেছে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে একে আত্মসাৎ করার চেষ্টা। বিপরীতে চলেছে জনগণের সক্রিয় ভূমিকাকে যথাযোগ্য স্থান দিয়ে সঠিক দিশায় আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই, যার মধ্যে আছে একটা জনমুখী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি। আন্দোলন এগিয়েছে কখনও দ্রুত পায়ে, কখনও ধীর লয়ে, কিন্তু গতি তার স্তব্ধ হয়নি। জনগণের অঙ্গীকার— পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার আদায় না করে এই আন্দোলন থামবে না। অভয়া আন্দোলনের এই দৃঢ়তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এ শুধু কিছু ক্ষোভের ফেটে পড়া স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই নয়, এই বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে অসংখ্য যন্ত্রণার সুরাহা চাওয়ার সম্মিলিত আকুলতায়।

সারা দেশেই নারী নির্যাতন-খুন-ধর্ষণ, শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন একটা অসহনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্নীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ-দুর্নীতি সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় পাশ করা প্রার্থীরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আছেন নিয়োগের অপেক্ষায়, অথচ স্কুল থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব চলছে অস্থায়ী শিক্ষকের ভরসায়। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি শিক্ষাকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে

মহামিছিলের প্রস্তুতি

তুলে দেওয়ার একটি সুচতুর পরিকল্পনা। ‘টাকা যার শিক্ষা তার’ এই নীতিতে সাধারণ ঘরের সন্তানদের শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত করার ছক তৈরি করেছে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েই। হাসপাতাল কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রকেই বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার চেষ্টায় নেমেছে কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই। জনজীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে মানুষ একটু স্বস্তি পেতে পারে। বাজারে গেলে দামের ছ্যাঁকা, ওষুধ কিনতে গেলে দামের বহরে মাথায় হাত। চাষি বীজ-সার-বিদ্যুতের দামে বিপর্যস্ত। অথচ উৎপাদিত ফসল বেচতে গেলে চাষি দাম পাচ্ছে সামান্যই, লাভ দূরে থাক খরচটাই উঠছে না। বিদ্যুতের মতো অত্যাবশকীয় পরিষেবার মূল্য নানা অজুহাতে শুধু যে বাড়ছে তাই নয়, বিদ্যুতের পরিষেবাকে পুরোপুরি একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার জন্য নানা আইন করে চলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। স্মার্ট মিটারের নামে বিদ্যুৎগ্রাহকদের লুঠ করবার পরিকল্পনা চলছে। বেকারত্বের হার সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে বার বার। এতেই শেষ নয়, সরকারি-বেসরকারি কাজে লক্ষ লক্ষ অস্থায়ী কর্মী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, পণ্য ডেলিভারি ও পরিবহণের অ্যাপভিত্তিক কোম্পানিগুলোতে কর্মরত গিগ কর্মী, আশাকর্মী, স্কিম ওয়ার্কার এদের কারও চাকরির কোনও স্থিরতা নেই। নেই উপযুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট বেতনের নিশ্চয়তা, সামাজিক সুরক্ষা। শ্রম কোডের নামে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সরকার। সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ বারবার ফেটে পড়তে চেয়েছে বিক্ষোভে। কিন্তু পথ পায়নি। অভয়া আন্দোলন সেই পথ খুলে দিয়েছে। যে কারণে ১৪ আগস্ট মেয়েদের রাত দখলের ডাক সমস্ত মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাকে পরিণত হতে পেরেছে।

নাগরিকদের নিজস্ব পরিসরে চলতে চলতেই আন্দোলন আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সমস্ত ক্ষেত্রে চলা আন্দোলনগুলিকে একটা বৃহত্তর রূপ দেওয়ার প্রয়োজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলন কোনও দলের সরকারি গদি দখল কিংবা আর এক দলের গদি বাঁচানোর প্রতিযোগিতায় হারজিতের প্রশ্নকে সামনে রেখে পরিচালিত নয়। এর লক্ষ্য দাবি আদায়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার গণকমিটির সক্রিয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা। ২১ জানুয়ারির মহামিছিলে পথ হাঁটা অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনও ভাবে সারা বছর ধরে এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে থেকেছেন। তাঁরা কেউ একদিন মিছিলে হেঁটে গা গরম করতে আসেননি। সারা বছর ধরেই তাঁদের কেউ ব্লকের প্রশাসনকে চাপ দিয়েছেন কৃষকের সমস্যা সমাধানে, গ্রামের রাস্তা-পানীয় জল-১০০ দিনের কাজ নিয়ে। এলাকায় আবাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁরাই ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। অভয়া আন্দোলনকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়েছেন তাঁরাই। এই মিছিলে হাঁটা আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল কর্মীরা তাঁদের কঠিন কর্তব্য পালনের ফাঁকেই স্কিম ওয়ার্কারদের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জেলায় জেলায়। এসেছেন সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা যাঁরা সারা বছর ধরে শ্রমিকের অধিকার হরণের মালিকি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন। এই মিছিলে পা মেলানো ছাত্র কর্মীরা নানা জেলায় স্কুলে অতিরিক্ত ফি নেওয়া রুখতে যেমন তৎপর থেকেছেন, তেমনই বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ও তারই কার্বন কপি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের শিক্ষানীতির সর্বনাশা দিক নিয়ে জেলায় প্রচারের ঝড় তুলেছেন। একটার পর একটা আন্দোলন করে চলা বিদ্যুৎগ্রাহক কর্মীরাও এসেছেন ২১-এর মিছিলে পা মেলাতে।

এই মানুষগুলি দিনের পর দিন মহামিছিল সফল করবার আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছেন পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে। হাটে-বাজারে-গঞ্জে। রেলস্টেশন-বাসস্ট্যান্ডে রাস্তার মোড়ে মোড়ে

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলায় এসইউসিআই (সি)-র পেস্টারঝাড় লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড অনিল দেবনাথ দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১১ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন অপুষ্টির শিকার। দুর্বল শরীরেই তিনি তাঁত চালাতেন এবং কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই দলের প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। দাদা, দলের লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সুনীল দেবনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে একনিষ্ঠভাবে দলের কাজ করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের নেতা-কর্মীরা এসে উপস্থিত হন এবং লোকাল সম্পাদিকা কমরেড নাজমা খন্দকার, রবীন্দ্রনাথ রায় সহ অন্যেরা মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড অনিল দেবনাথ লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলায় দলের জগদল্লা আঞ্চলিক কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড বাসুদেব গরাই গত ৫ ডিসেম্বর দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক ভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং দলের সকল স্তরের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে আসেন। এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল ও আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড বিদ্যুৎ সিট সহ নেতা-কর্মীরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে কমরেড বাসুদেব গরাই দলের জেলা সম্পাদকের মাধ্যমে কমরেড বাদশা খানের সান্নিধ্যে আসেন এবং দলের সাথে যুক্ত হন। তখন থেকেই তিনি স্থানীয় আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন এবং এলাকার পরিস্থিতি বিচারে খুবই নিপুণ ছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামসভার সদস্যদের জেতানোর ক্ষেত্রে দক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। স্থানীয় ভাবে জনসংযোগ সহ দলীয় কর্মীদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দলের কর্মীদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একজন সক্রিয় কর্মীকে হারাল। ১৫ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড বাসুদেব গরাই লাল সেলাম

লড়াইয়ের অঙ্গীকারে ভাস্বর

শীতের জানুয়ারিতে আন্দোলনের উত্তাপের ওম ছড়িয়ে দিলেন হেদুয়া পার্ক চত্বরে জমায়েত ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। প্রধান দাবি অভয়ার ন্যায়বিচার। আদালতের রায় ঘোষিত হলেও জনতার আদালত তা মানেনি। ন্যায়বিচারের দাবিকে প্রধান দাবি হিসেবে সামনে রেখেই জনজীবনের অন্যান্য জ্বলন্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রামী বামপন্থী দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের আহ্বানে মহামিছিলে শামিল হয়েছিলেন পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনতা। মিছিলের শৃঙ্খলায় স্লোগানের কম্পনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই মহামিছিল কলকাতার রাজপথে ঢেউ তুলে গেল। একদা পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী গণআন্দোলনের জনজোয়ারে মানুষ যে মর্যাদাময় জীবন অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় এই মহামিছিল যেন সেই মুহূর্তকে ফিরিয়ে আনছিল।

ঘরের ঘেরাটোপ ছেড়ে

দুপুর ১২টার আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষের ঢল নামছিল হেদুয়া পার্ক লাগোয়া বিধান সরণিতে। দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি এলাকা থেকে এসেছেন চা বাগানের শ্রমিক ফুলমতী ওঁরাও। এক রাতের ট্রেন সফরের ক্লান্তির ছাপ চোখে মুখে যথেষ্ট। তবুও লড়াইয়ের স্পৃহা একটুও কমেনি।

'এতটা পরিশ্রম করে কলকাতায় এসেছেন মহামিছিলে যোগ দিতে? কিসের টানে?' প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই তার সটান উত্তর, 'নিজের হকের লড়াই বুঝে নিতে'। মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে কানন দাস, প্রফুল্ল মণ্ডল, মনিরুল ইসলাম, মোদাসর হোসেন, রিজিয়া বিবিরা এসেছেন একদিনের কাজ কামাই করে। দিনে হাজার বিড়ি বেঁধেও যে মজুরি পান তাতে দিন গুজরান করাটা কঠিন। রয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিত্যদিন কাজের ফলে নানা রোগের সাথে সহবাস। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি এই মিছিলের অন্যতম দাবি। এই দাবি বিড়ি কারখানার মজুরদেরও। মিছিলের স্রোতে মিশে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, বারাসাত থেকে মালদহ, জলপাইগুড়ি থেকে বসিরহাট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম থেকে এসেছেন গৃহবধূ মিলি গাঙ্গুলী। তার ৬ বছরের সন্তানের হাত ধরে মিছিলে হাঁটছেন। বহু মা তার সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটছিলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যই তাঁরা দৃপ্ত কণ্ঠে মিছিলে স্লোগান দিচ্ছেন।

এমন সংগ্রামী জনতার মিছিলে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ঢেউ গমকে গমকে উঠবে তাই তো স্বাভাবিক। তাঁরা দাবি তুলেছেন রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাবার যে লড়াই তাকে আরও তীব্রতর করার জন্য, দাবি তুলেছে, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করার। তাই গোটা পশ্চিমবাংলার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই মিছিলে পা মিলিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তাদেরই একজন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন ডাক্তার মৃন্ময় বসাক মিছিলে হাঁটতে হাটতে বলছিলেন, 'অভয়ার মৃত্যু প্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর পেছনে স্বাস্থ্য-শিক্ষায় দুর্নীতির যে ঘুঘুর বাসা রয়েছে তাকে ভাঙাটাও এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি। আজকের মিছিলে আমরা সোচ্চার হয়েছি সেই দাবির সমর্থনেই।'

মিছিলের শেষ ভাগ যখন ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং ছুঁয়ে ফেলেছে, পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য ডুবতে চলেছে। সেই নেমে আসা আঁধারের মুহূর্তেই আলো ফুটে উঠছে শেষ স্লোগানের প্রত্যয়ে। মিছিল যেন বলে উঠছে 'আমরা লড়ব, আমরা জিতব।'

বিপ্লবী স্পর্ধায় উদ্দীপ্ত মিছিল

২১ জানুয়ারি। বিশ্বে শোষণহীন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপকার মহান লেনিনের মৃত্যুদিন। বিশ্বের মেহনতি মানুষ দিনটিকে বিপ্লবী শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। এ দিনটির সাথে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের স্মৃতি জড়িয়ে। দুনিয়ার প্রথম শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে। তিনি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কত শত বছরের শোষণ-যন্ত্রণাকে উৎখাত করেছিলেন, কত লক্ষ মানুষের জীবন করে তুলেছিলেন মর্যাদাময়। এ বছরও এসেছে ওই স্মরণীয় দিন, আন্দোলনের শপথকে আরও তেজোদীপ্ত করার ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্থির লক্ষ্যে এ দেশে সাধারণ মানুষের প্রতিটি দাবি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে এসইউসিআই (সি) দল। এর মধ্যেই ঘটে গেছে আর জি করে কর্মরত চিকিৎসক অভয়ার উপর পাশবিক নির্যাতন ও পরিকল্পিত ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড। অভয়ার ন্যায় বিচার এবং গরিব, মেহনতি মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শ্রমিক-কৃষকের অধিকার কেড়ে নেওয়া ও বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ২১ জানুয়ারিই ডাক দেওয়া হয়েছিল মহামিছিলের। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী স্পর্ধা বুকে নিয়ে ৫০ হাজারের বেশি মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ল মিছিল শুরু হতেই। সুবিশাল 'জন-তরঙ্গের' সাথে সাথেই শোনা গেল স্লোগানের মুহুর্মুহু গর্জন।

মিছিলে পা মিলিয়েছেন আইনজীবীরা

হেদুয়াতে সমাবেশে নেতৃবৃন্দের গণআন্দোলনকে আরও জোরালো করার আহ্বান বাজছে মিছিলে পা মেলানো মানুষের কানে, বুকে শিহরণ জাগিয়ে চলেছে 'রক্তপতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন' সঙ্গীত। সুদূর দার্জিলিংয়ের চা-শ্রমিক মায়েরা যেমন মিছিলে পা মিলিয়েছেন ছোট সন্তান কোলে নিয়ে, তেমনই সুন্দরবনে বাঘ-কুমিরের সাথে লড়াই করে দিন কাটান যে মৎস্যজীবীরা, তাঁরাও এসেছেন জীবনযন্ত্রণাকে সঙ্গী করে। বর্ধমানের খেতমজুর থেকে শুরু করে নদীয়ার পাটচাষিরাও নিজেদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রেরণা সংগ্রহ করতে যোগ দিয়েছেন এই জনসমুদ্রে। অসংখ্য মহিলা এসেছেন ঘরে-বাইরে তাদের উপর ঘটে চলা অসম্মানের প্রতিকার চাইতে। পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীর মা থেকে শুরু করে পণপ্রথার বলি মেয়ের মা 'জাস্টিস' চাইতে গলা মিলিয়েছেন মিছিলে। মিছিলের দাবি অনেক। প্রতিটি দাবি নিয়ে এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত ট্যাবলো। তার পিছনে সারি দিয়ে চলেছেন দলের কর্মীরা। কে নেই মিছিলে! পা মিলিয়েছেন ছাত্র-শিক্ষক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, বিড়ি শ্রমিক-কৃষক-পরিচারিকা-ভ্যান রিক্সা চালক-মুটে মজদুর সকলেই। এ মিছিল যে তাদের সকলের বাঁচার দাবিকেই তুলে ধরছে।

মিছিল যত এগোচ্ছে ততই রাস্তার দু'দিকে সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়ছে, তার মধ্য থেকে ভেসে আসছে উচ্ছ্বাস— 'এরাই পারবে', 'মিছিলের এরকম মেজাজ আগে কখনও দেখিনি'! মিছিলের নির্দিষ্ট রাস্তা যথার্থই পরিণত হয়েছে জনপ্লাবনে। এ মিছিল অনেক না-পাওয়ার মাঝে একটু পাওয়া, অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে একটুকরো ভাল লাগার দমকা হাওয়া। এতে মিলেমিশে রয়েছে অসংখ্য মানুষের অনেক কষ্ট, অনেক আশা-আকাঙ্খা, আবার রয়েছে সকলের সাথে একত্রে পথচলার আনন্দ। এখানে নেই ব্যক্তিগত স্বার্থে চিন্তার অবকাশ। রয়েছে সকলের দাবি নিয়ে জোটবেঁধে চলার অম্লান আনন্দের রেশ।

টানা প্রায় আড়াই ঘণ্টার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মিছিল পৌঁছল এসপ্ল্যানেডে। তখনও সফল মহামিছিলের আনন্দে নিজেকে জারিত করছেন অসংখ্য মানুষ, পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন সূর্যোদয়ের পথে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন তারা।

যতদিন না দাবি অর্জিত হচ্ছে, যতদিন না শোষিত মানুষের উপর মালিকী শোষণ বন্ধ হচ্ছে, ততদিন চলবে গরিব-মেহনতি মানুষের পথ হাঁটা। সেই দিকনির্দেশ করেছেন বিশ্বে মানবমুক্তির অগ্রদূত মহান লেনিন। তাঁর আদর্শে বলিয়ান হয়ে এ দেশে সমাজবিপ্লবের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। তা উপলব্ধি করে আরও দৃঢ়পণ হচ্ছেন মিছিলে আগত হাজার হাজার মানুষ। বিপ্লব সফল করে তোলার বহু লালিত স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দিতে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ছেন উর্ধ্বে।

শুধু রক্তপতাকা আর হাজার হাজার মানুষ

২১ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকা মহামিছিলে গিয়েছিলাম, শুধুমাত্র একজন সচেতন নাগরিক হিসেবেই নয়, ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবেও। আজ প্রাণভরে চাক্ষুষ করেছি যৌবনের জোয়ার, তার সঙ্গে সব বয়সের, সব স্তরের মানুষের হকের লড়াই লড়ে নেওয়ার জেদ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শোষণ-পীড়নে জর্জরিত আম জনতার পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে গেছে, এ মিছিল দেখিয়ে দিল সমাজের শিরদাঁড়াটা এখনও পুরোপুরি বিকিয়ে যায়নি। সম্মিলিত স্বরে স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে যখন হাজার হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাত 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানে আকাশের দিকে গর্জে উঠছিল, তখন একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা অনুভব করছিলাম। যে বয়সে আমি মিছিল-মিটিংয়ের কিছুই বুঝতাম না, দেখলাম সেই বয়সের স্কুলপড়ুয়া ছোট ছোট ভাই-বোনেরা অনাবিল উৎসাহে দাবি তুলছে 'জাস্টিস ফর আর জি কর'। কচি গলার স্বরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দাবি স্বপ্ন দেখায় বই কি!

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে কিছু দৃশ্য মনে দাগ কেটে গেল। একজন অত্যন্ত বয়স্ক মানুষ— ঠিক মতো হাঁটাচলা করতে পারেন না, একটা ময়লা ফতুয়া, হাঁটু অবধি ধুতি— কিন্তু চোখ দুটোর অসম্ভব উজ্জ্বলতা চোখে পড়ার মতো। ভলান্টিয়ার হিসাবে মিছিলে দলের ব্যানার এবং দাবি-ব্যানার দেওয়া কাজ ছিল আমার। উনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন,'আমায় একটা লাল ফ্ল্যাগ দাও তো'! ওঁর শারীরিক অবস্থা দেখে আমি ইতস্তত করায় জোর দিয়ে বললেন 'অত ভেবো না। এই ঝান্ডাটাই আমি নেব। নিতে পারবই'। অদ্ভুত বিস্ময় বুকে নিয়ে ফ্ল্যাগটা দিলাম ওঁর হাতে। মনে হল এই মানুষটাকে না দেখলে অনেক কিছু শেখা, বোঝা বাকি থেকে যেত। একটা আদর্শের প্রতি, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটা দলের প্রতি কতটা ভালোবাসা, কতটা আশা, কতটা স্বপ্নে বুক বেঁধে মানুষ এতদূর আসতে পারে, হাঁটতে পারে মিছিলের সাথে সাথে—শুধুমাত্র একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে!

যতদূর চোখ যায় শুধু রক্তপতাকা আর হাজার হাজার মানুষ— একই সঙ্গে সমস্বরে দাবি তুলছেন ন্যায্য মজুরি, সমস্ত বেকারের চাকরি, শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। মিছিলে হাঁটছিলেন যাঁরা তাঁদের দেখে, বয়স্কদের দেখেও এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি এতটা পথ হেঁটে তাঁরা ক্লান্ত। বরং চোখেমুখে তাঁদের একটা অদ্ভুত প্রশান্তি। এই প্রশান্তি, এই উজ্জ্বলতা সংগ্রামী দলটিকে বড় হতে দেখার, নিজের সংগ্রামকে সফল হতে দেখার আনন্দে।

শুরু আগামী আন্দোলনের প্রস্তুতি

রায় ঘোষণার দিন শিয়ালদহ কোর্টের সামনে চিকিৎসক ও নাগরিক সমাবেশ। ১৮ জানুয়ারি

‘মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ,
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান।’

এক সময় কলকাতা ছিল মিছিল নগরী, পশ্চিমবঙ্গে ছিল বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার। জনতার দাবি নিয়ে মিছিলে শামিল হতে পারার গৌরব ধরা ছিল এমন অনেক কবিতায়। ২১ জানুয়ারি এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের আহ্বানে কলকাতার রাজপথ মুখরিত করল এমন হাজার হাজার মিছিলের মুখ, মুষ্টিবদ্ধহাত, সংগ্রামী স্বপ্ন।

সকাল থেকেই হেদুয়া মোড়ের ছবিটা ছিল অন্য রকম। জমায়েতের ঘোষিত সময় বেলা বারোটার অনেক আগেই মঞ্চের চারপাশে জড়ো হয়েছেন বহু মানুষ। হেদুয়া পার্কের ধারের ফুটপাতে খবরের কাগজ পেতে অথবা মাটিতেই বসে আছেন নানা বয়সের মহিলা, পুরুষ, শিশু। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার আরও অন্যান্য জেলা থেকে এসেছেন ওঁরা। রওনা দিয়েছেন কাকভোরে, অথবা আগের দিন বেরিয়ে সারারাত ট্রেনে কাটিয়েছেন, ভোরবেলা পৌঁছেছেন কলকাতায়। ক্লান্ত শরীরে ওখানেই একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন অনেকে, কেউ কেউ টিফিন করছেন। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মন উদ্বেল হয়ে আছে মিছিলে পা মেলানোর জন্য। কিছু খেয়েছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বাঁকুড়া থেকে আসা এক ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ সাথে চিড়েমুড়ি এনেছি তো আমরা, কোনও অসুবিধা নেই।’ আশি ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা এসেছেন লাঠি হাতে, যতদূর পারা যায় মিছিলে থাকবেন। অন্য একজনের হাত ধরে আসছিলেন এক দৃষ্টিহীন মহিলা। মঞ্চেতখন গান হচ্ছে, ‘শিরদাঁড়াটা ভাঙলো যে তোর, দেখ না মেয়ে নয়ন মেলে/ লক্ষ মানুষ মিছিল করে শিরদাঁড়াটা শক্ত করে’। গান কানে যেতেই নিজের মনে পরের দুটো লাইন গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন তিনি, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। নিজেদের ছোট বড় কষ্ট, অসুবিধা, ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লাখো মানুষের প্রতিবাদী মিছিলে পা মেলানোর এই আবেগই এদিন মিলিয়ে দিল দার্জিলিং থেকে দত্তপুকুর, কুলতলি থেকে কোচবিহার। ৯ আগস্ট আর জি

মিছিলকে স্বাগত জানাচ্ছেন নানা সংগঠনের প্রতিনিধিরা

করের ভয়াবহ ঘটনার পর ১৪ আগস্ট-এর রাত রাজ্য জুড়ে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখেছিল, তারই রেশ যেন ছড়িয়েছিল এ মিছিলের সর্বাঙ্গে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই, বিরক্তি নেই, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নেই, আছে অনমনীয় দৃঢ়তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারার তেজ, সঠিক আদর্শ চিনে নেওয়ার প্রত্যয়। রাজনৈতিক দলের বক্তৃতা বা কর্মসূচি মানেই শুধু ভোটের কথা, লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি আর অন্য দলের নামে গালিগালাজ এমনটাই দেখে অভ্যস্ত মানুষ। কিন্তু এই দলের মঞ্চ, এ দিনের মিছিল সেখানেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একের পর এক বক্তা মঞ্চ থেকে বললেন, কোর্টের রায়ে হতাশ হলে চলবে না। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন বহু দিনের স্থবিরতা ভেঙে মানুষকে গৃহকোণ থেকে রাজপথে টেনে এনেছে। কলেজে কলেজে থ্রেট কালচার নিয়ে যেটুকু সাড়া পড়েছে, যে সব মাথাদের নাম সামনে এসেছে তাও হত না আন্দোলনের জোয়ার না থাকলে। তাই আন্দোলন থামতে দিলে চলবে না, বরং তাকে আরও তীব্র আরও শক্তিশালী করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি কীভাবে শিক্ষার সর্বনাশ করবে, সাধারণ মানুষের ওপর, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার উপর কী ভয়ানক আক্রমণ নেমে আসছে, তথ্য দিয়ে দেখাচ্ছিলেন বক্তারা। বলছিলেন, জিনিসপত্রের আগুনছোঁয়া দাম, স্মার্ট মিটার চালু করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো বা মেদিনীপুরে স্যালাইন কেলেঙ্কারিতে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর অন্যায় শাস্তি— আক্রমণ যে পথেই আসুক, সাধারণ মানুষের সামনে একটি পথই খোলা। লড়াইয়ের পথ, গণআন্দোলনের পথ। এই প্রত্যয় বুকে নিয়েই বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো মানুষ আসছিলেন মিছিলে। হেদুয়া মোড় থেকে যতদূর চোখ যায় মানুষের স্রোত, আকাশ ছেয়ে আছে লাল পতাকা, ব্যানার ফেস্টুনে। আকাশ কাঁপিয়ে স্লোগান উঠছে— ‘অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না’, ‘জাতীয় শিক্ষানীতি মানছি না’। কে নেই মিছিলে? কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক অধ্যাপক গবেষক যেমন আছেন, তেমনি দলে দলে এসেছেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। আছেন গ্রামের চাষি, কারখানার শ্রমিক, রিকশাচালক ট্যাক্সিচালক আর প্রবল ভাবে আছেন সমাজের সর্বস্তরের মহিলারা। পরিচারিকা, আশাকর্মী, গৃহবধূ, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা হিজাব পরা মুসলিম মহিলা সকলেই নিজেদের জীবনের বঞ্চনার সাথে মিলিয়ে অনুভব করেছেন অভয়ার যন্ত্রণাকে। সকলেই বুঝতে পারছেন, এই অসুস্থ সমাজ কাউকে বাঁচতে দেবে না, দাবি আদায় করতে হবে লড়াই করেই। তাঁদের আটপৌরে শাড়ির ভাঁজে, শিরা ওঠা শক্ত হাতে, জীবনযুদ্ধের ভাঁজ পড়া কপালে ছিল সেই লড়াইয়ের অদম্য তেজ। তাই বছর দুইয়ের ঘুমিয়ে পড়া শিশুকে কোলে নিয়েও অক্লান্ত হাঁটছেন মা, আবার মা-বাবার পায়ে পায়ে হাঁটছে তিন-চার বছরের বাচ্চা। পথের দু’পাশে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে আর সম্ভ্রমে এই বিশাল মিছিলের উত্তাপ নিচ্ছিলেন পথচলতি সাধারণ মানুষ, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে সাধারণ মানুষ ফুল মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন এই সংগ্রামী মিছিলকে। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন এক মহিলা, তাকে আরেকজন বললেন, ‘দেখছেন না কী বিরাট মিছিল? ওই মিছিলের সাথেই চলে যান।’ একজন বাইক আরোহী মিছিল নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করায় অন্য আরেকজন তাকে তিরস্কার করলেন। মিছিলের শেষ প্রান্তে দু হাতে ক্রাচ নিয়ে হাঁটছিলেন এক প্রতিবন্ধী যুবক, স্লোগান দিচ্ছিলেন সোচ্চারে। এক পথচারী অস্ফুটে বললেন, ‘সাবাস এই তো চাই’। ২১ জানুয়ারি, মহান লেনিনের প্রয়াণ দিবসে এ ভাবেই সংগ্রামী জনতার মুখরিত সখ্যে উত্তাল হল কলকাতা, শুরু হল আগামী আন্দোলনের প্রস্তুতি।

মিছিল তখন এসপ্ল্যানেডের ডোরিনা ক্রসিংয়ে

‘এরাই পারবে, এদের কোনও সেটিং নেই’

যতদূর দেখা যায় মানুষ, শির উঁচু করা মানুষ। উজ্জ্বল এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, শিশু সন্তান কোলে বাবা মা, সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গৃহ পরিচারিকা, শ্রমিক-চাষি, আইনজীবী, ডাক্তার, অধ্যাপক সকলে সমস্বরে আওয়াজ তুলছে। যতখানি শোনা যায় সেই হৃদয় নিংড়ানো ধ্বনি— ‘মানি না, মানবো না’। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও থ্রেট কালচার মানি না, মানবো না। জীবনযন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হতে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে এ সমাজের কাছে নিজেদের দাবিকে সোচ্চার করে তুলছে সহস্র ‘মিছিলের মুখ’। ‘মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর’, ‘কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে’। দু’পাশে তখন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারত জনগণের চোখে মুগ্ধতা। না, কোনও হইচই নেই, বিরক্তি নেই। নেই মিছিল ভেঙে ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন তাড়াহুড়ো। হেদুয়া থেকে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় অনেকগুলি স্কুল। স্কুল ছুটির সময় বাবা মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে শিশু-কিশোররা অবাক চোখে দেখছে। সরকারি শিক্ষা ধ্বংস করার বিরুদ্ধে এই মিছিলকে অস্বীকার করতে পারছেন না অভিভাবকরাও। তাই তাঁদেরও আজ কোন তাড়া নেই। অপেক্ষমান বহু জন নিজস্ব মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করছেন মিছিলকে। মিছিল যত এগোচ্ছে মোড়ে মোড়ে অজস্র মানুষ যুক্ত হয়ে মিছিলের আয়তনকে ততই বাড়িয়ে তুলছে। রাস্তার ধারের দোকানের এক কর্মচারী মহিলা খাওয়া ফেলে উঠে এসেছেন। ‘ন্যায়বিচারের দাবি, চুপ করে বসে থাকি কী করে! আগে মিছিল, পরে খাওয়া।’ কলেজ স্ট্রিট-বউবাজার-ওয়েলিংটন বিভিন্ন মোড়ে মিছিলের নেতৃত্বকে অভিনন্দিত করছেন জনগণ। কী আশ্চর্য জাদুবলে এমন ভাবে আট থেকে আশি, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষ থেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত জন সকলকে এক করে দিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)? না, কোনও এমএলএ নেই, এমপি নেই। নেই অর্থের বিরাট জোর। কিন্তু আছে অমোঘ শক্তি— সত্যের শক্তি, আদর্শের শক্তি। দেশের মাটিতে যারা সাধারণ মেহনতি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ন্যায়বিচার ইত্যাদি সমস্ত অধিকারকে খর্ব করতে চায়, সেই কর্পোরেট হাঙর ও তাদের সেবাদাস কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে সামিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)। মিছিল দেখে তাই দুই পথচারী নিজেদের আলাপচারিতায় বলেন ‘এরাই পারবে, এদের কোনও সেটিং নেই।’

বহরমপুরে নাগরিকদের মশাল মিছিল। ১৮ জানুয়ারি

২১ জানুয়ারি ২০২৫, এ দুনিয়ার বুকে শোষণহীন সমাজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কারিগর, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মহামতী লেনিনের শততম স্মরণ দিবস। এ দিন দুনিয়ার মেহনতি মানুষের সংগ্রামে শপথ নেওয়ার দিন। এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতা দেখিয়ে দিল সেই সংগ্রামী মেজাজ। সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন নয়, বিচার ব্যবস্থার পায়ে হত্যে দেওয়া আর নয়, শেষ কথা বলবে গণআন্দোলনই। মিছিল দেখিয়ে দিল তিলোত্তমার বিচার মামলায় কোর্টের রায় যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক, মানুষ হতাশ নন। আস্থা আছে আন্দোলনে। অন্ধকারের অতলে ডুবতে থাকা এ সমাজ ব্যবস্থার প্রাণভোমরা নিহিত আছে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতেই।

ওয়েলিংটন মোড়ে লেনিনের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের

ততদিন লড়াই জারি রাখব আমরা

জনসমুদ্র। আক্ষরিক অর্থেই। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে জনতরঙ্গ এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। কিন্তু উত্তাল নয় এ স্রোত-- সংযত, সুশৃঙ্খল আর প্রাণবন্ত।

রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঠাসাঠাসি মিছিলের মুখগুলির দিকে তাকাও। শাসকের মুঠো থেকে দাবি ছিনিয়ে আনার শপথে দৃঢ় সেইসব মুখ। অত্যাচারীর সামনে বুক খুলে দাঁড়ানোর সাহস নিয়ে সূর্যের দিকে মাথা উঁচু করে তাকানো সেইসব মুখ। সাথীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জুলুমের জগদ্দল পাথর সরানোর সংগ্রামে শামিল হতে পারার আনন্দে উজ্জ্বল সেইসব মুখ।

চোখগুলি দেখো তাদের— ঝকঝক করছে আশায়। সমাজজোড়া জঞ্জালের পাহাড় তারা সরাবেই। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর এক নতুন সমাজ তারা গড়বেই। সেই লক্ষ্যেই প্রিয় দলের ডাকে আজ পথে নেমেছে তারা। মুঠোবাঁধা হাতগুলি তাদের দেখো— স্লোগানের তালে তালে আকাশপানে তলওয়ারের মতো ঝলসে উঠছে যেন!

এ মহামিছিল দেখে মনে পড়ে যায় বইয়ে পড়া বিপ্লবোন্মুখ রাশিয়ার সেই দিনগুলির কথা। মনে পড়ে ‘রুশ বিপ্লব প্রবাহ’ বইয়ে মিছিলনগরী পেত্রোগ্রাদের ছবি। হ্যাঁ, আজ যে ২১ জানুয়ারি— মহান লেনিনের মৃত্যুদিন! প্রিয়তম সেই নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষের ওপর মানুষের যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা শোষণ অবসানের স্বপ্ন নিয়ে সেই ১৯১৭ সালে পথে নেমেছিল রাশিয়ার জনসাধারণ। হাতে তাদের লাল পতাকা। মার্কিন সাংবাদিক আলবার্ট রিস উইলিয়ামসের সেই অনবদ্য বর্ণনা— ‘১৯১৭ সালের গোটা বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল জুড়ে চলল মিছিলের পর মিছিল... মিছিলের পুরোভাগে এখন পাদ্রি-পুরুতের বদলে জনগণ... হাতে তাদের লাল পতাকা, কণ্ঠে বিপ্লবের গান।....’ মার্কিন সাংবাদিক ছবি এঁকেছেন— ‘... বিশাল স্রোতের মতো সেই মিছিল গর্জে চলেছে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক দিয়ে। ... সবার মাথার উপরে টকটকে লাল ফেনার মতো ঝলমলিয়ে আন্দোলিত হচ্ছে হাজার লাল পতাকা। ...’

রাশিয়ার সেইসব মিছিলের নদী শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল বিপ্লবের সমুদ্রে। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নে পৌঁছানোর লক্ষ্যে রাশিয়ার জনগণের দিনরাত এক করা, ঘাম ঝরানো মেহনত ভাসিয়ে নিয়েছিল সমাজের যা কিছু আবর্জনা। গোটা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখেছিল এক নতুন সূর্যোদয়।

এই পৃথিবীরই বুকে স্বর্গ গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল করার সাহস জুগিয়েছিলেন যিনি, আজ সেই মহান নেতার মৃত্যুদিবসে একুশে জানুয়ারির এ মহামিছিলও পা বাড়িয়েছে নতুন ভোর আনবে বলে। নিকষ অন্ধকারের বুক চিরে একদিন না একদিন নতুন সূর্য ছিনিয়ে আনবেই এ মিছিল। ততদিন লড়াই জারি রাখব আমরা। আশা আর স্বপ্ন বুকে নিয়ে কাটিয়ে দেবো দুর্বিষহ রাতগুলি।

হেদুয়ার সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব

তীব্র বিরোধিতা এ আই ইউ টি ইউ সি-র

শ্রমিকদের সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে— লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এন সুব্রহ্মনিয়মের এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, এই অমানবিক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

তিনি বলেন, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা (অর্থাৎ দৈনিক আট ঘণ্টা) কাজের অধিকার বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক শ্রেণি অর্জন করেছে দশকের পর দশক ধরে বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামের সঙ্গে ঐতিহাসিক মে দিবসের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের কনভেনশনেও বলা হয়েছে, জাতি গঠনে দেশের মানব শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা একটি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। উল্লেখ্য, এই কনভেনশনের অন্যতম স্বাক্ষরকারী আমাদের দেশ ভারত।

বর্তমানে এমন ভাবেই নীতিগুলি নির্ধারিত হচ্ছে যে কাজের সুযোগ দ্রুত কমছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা বাড়ছে। উত্তরোত্তর বেকার সমস্যা বৃদ্ধিতে কর্মহীন সাধারণ যুবক-যুবতীরা অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে জাতি গঠনের দোহাই দিয়ে সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজের কথা বলার আসল উদ্দেশ্য কর্পোরেট মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি করা। তাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা শ্রমিক শ্রেণিকে ঠেলে দিতে চাইছে মধ্যযুগীয় শোষণের দিকে, যা শ্রমিকদের দুর্দশা শুধু বাড়িয়ে তুলবে তাই নয়, একটা বিরাট অংশের বেকার যুবক ও শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে কাজের সুযোগ ছিনিয়ে নেবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ভয়াবহ প্রেক্ষিতে যেখানে প্রয়োজন ৪৮ ঘণ্টার পরিবর্তে অবিলম্বে ৩৬ ঘণ্টা শ্রমসময় নির্ধারণ করা, সেখানে পুঁজিপতিরা ৯০ ঘণ্টা শ্রমসময়ের কথা শোনাচ্ছে। আমরা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ এবং কর্মসন্ধানী বেকার যুবক-যুবতীদের কাছে সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

সামরিক পথে নয়, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পথেই শান্তি ফিরবে

ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

গাজায় ইজরায়েল ও হামাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রসঙ্গে ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিবৃতিতে বলেছে,

চুক্তি ও যুদ্ধবিরতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা স্বাগত, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট হতে পারে না। ইজরায়েলের দক্ষিণপন্থী সরকারের চরিত্র অনুযায়ীই এই জায়গায় পৌঁছতে মারাত্মক রকমের দীর্ঘ সময় লাগল। তা সত্ত্বেও এই বিনিময় চুক্তি ও যুদ্ধবিরতিকে আমরা স্বাগত জানাই।

প্রথম দিন থেকেই আমরা এমন একটি চুক্তি দাবি করেছিলাম যাতে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন— উভয় দেশেরই কারাবন্দি, অপহৃত, বন্দি ও পণবন্দিরা ঘরে ফিরতে পারেন। এমন চুক্তি অসম্ভব ছিল তা নয় এবং এই চুক্তি যথাসময়ে হলে হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয় ও কয়েকশো ইজরায়েলির প্রাণ বাঁচানো যেত।

যে চুক্তিটি হয়েছে, শুধু সেটাতেই আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা সংগ্রাম জারি রাখব আন্তরিক এমন এক আলাপ-আলোচনায় পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে, যার লক্ষ্য দখলদারি ও অবরোধের অবসান ঘটানো এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইজরায়েল রাষ্ট্রের পাশাপাশি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে ন্যায়সঙ্গত ও ব্যাপকতর শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলা।

আমরা মনে করি, গাজা অঞ্চলের পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য গোটা বিশ্বের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের আরও আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তারা চুক্তি রূপায়ণের জন্য যতটা সময় হাতে আছে, সেই সময়টায় এবং চুক্তি অনুযায়ী বন্দি বিনিময় শেষ হওয়ার পর ইজরায়েলের দক্ষিণপন্থী সরকারকে গণহত্যা চালানো থেকে বিরত করে।

যুদ্ধবিরতির এই চুক্তি ইজরায়েলে বসবাসরত প্যালেস্টিনীয় নাগরিকদের উস্কানি দেওয়া ও নির্যাতন চালানোয় কিংবা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকে উৎসাহ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে বলে আমরা সতর্ক করছি।

এই ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘ যুদ্ধ আবার প্রমাণ করেছে যে, সামরিক উপায়ে এর সমাধান মিলবে না— শান্তি প্রতিষ্ঠাই এর একমাত্র সমাধান।

(সূত্র ঃ ইন ডিফেন্স অফ কমিউনিজম ওয়েবসাইট)

স্বাস্থ্য সচিবকে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের চিঠি

বিষাক্ত রিঙ্গার ল্যাক্টেট ব্যবহারে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে একজন প্রসূতির মৃত্যু এবং পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার পরেও পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ইতিপূর্বে সরবরাহ করা ওষুধ, স্যালাইন ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ রাখা সম্পর্কে স্বাস্থ্যভবনের নির্দেশিকা না থাকায় হাসপাতালগুলিতে বিভ্রান্তি চলছে। শুরু হয়েছে স্যালাইনের আকাল। সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়ার দাবিতে ১৩ জানুয়ারি স্বাস্থ্য সচিবকে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কর্ণাটক সরকারের কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানির রিঙ্গার ল্যাক্টেট পশ্চিমবঙ্গে চলছে। পাঁচদিন আগে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে একজন প্রসূতির মৃত্যু সহ পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার পরেও ওই কোম্পানির সরবরাহ করা ওষুধ ব্যবহার নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও নির্দেশিকা দেয়নি। ফলে আজও বহু হাসপাতালে যেমন ঐসব নিষিদ্ধ ওষুধ চলছে। কোথাও বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। তেমনি হঠাৎ রিঙ্গার ল্যাক্টেট এবং নর্মাল স্যালাইন সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে হাসপাতালে চূড়ান্ত সঙ্কট তৈরি হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে ওই সব দামি ওষুধ রোগীদের কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এ সব থেকে মানুষের জীবন সম্পর্কে স্বাস্থ্যদপ্তরের উদাসীনতা ও গাফিলতিই প্রমাণিত হয়। আমরা স্বাস্থ্যভবনের এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি, অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হোক। আমাদের আরও দাবি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দেওয়া হোক।

তমলুকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর তদন্ত এবং ওই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ও স্যালাইন বাতিল, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ, জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সঠিক মানের ওষুধ সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে ১৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, জেলা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জেলার ডেপুটি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ জয়দেব ঘড়া, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষে প্রণব মাইতি। স্মারকলিপি পাঠ করেন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা নেতৃত্ব দিলীপ মাইতি।

এ মিছিল প্রেরণার, এ মিছিল আস্থার

একের পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই চেয়েছে যাতে ন্যায়বিচার না হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ হল, পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন যে উত্তাপ ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতে যদি দোষীরা ধরা পড়ে তার প্রভাব সারা ভারতে পড়বে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও রোজ ধর্ষণ অত্যাচার ঘটছে। সেখানেও দোষীদের শাস্তির দাবি উঠবে। এই জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআইকে সেই ভাবে পরিচালিত করেছে যাতে প্রকৃত দোষীরা ধরা না পড়ে। রাজ্যের শাসক দলেরও একই স্বার্থ। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের দাবি ন্যায়সঙ্গত। বিচারের প্রহসনে দোষীরা ছাড়া পেলেও জনগণের চোখে তারা ঘৃণিত হয়েই থাকবে। দোষিদের শাস্তির দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। জনগণ নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমাদের দল আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসবে না।

মিছিল যখন ধর্মতলায় পৌঁছাল, গোটা চত্বর থিক থিক করছে মানুষের ভিড়ে। কিন্তু এত রাস্তা হেঁটে আবার তারপর নিজেদের জেলায় বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার ঝক্কি মাথায় নিয়েও কারও মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ নেই। এত বড় একটা প্রতিবাদী মিছিল করতে পেরে সকলেই যেন আনন্দিত, তৃপ্ত।

আন্দোলনের চাপে স্কুলবাড়ি তৈরির কাজ শুরু

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগরের গাববেড়িয়ায় প্রাথমিক স্কুলের পাশে একটি জুনিয়র হাইস্কুল চালুর সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়। স্কুলবাড়ি তৈরি হতে থাকে। যতদিন না স্কুলবাড়ি তৈরি হয় ততদিন প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস চালানোর বন্দোবস্ত করে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। পড়ানোও শুরু হয়। প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকরাই উচ্চ প্রাথমিকে পড়ানো শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও স্কুলবাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। নতুন শিক্ষকও নিয়োগ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও এসইউসিআই(সি) দলের জেলা কমিটির সদস্য রামচন্দ্র মণ্ডল ও আর এক বাসিন্দা মদন মণ্ডল মিলে অভিভাবকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই খবর সংবাদপত্রে বেরোয় এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শকের কানেও পৌঁছায়। তাঁরা স্কুলবাড়ি তৈরি ও শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান।

আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত স্কুলবাড়ি নির্মাণের কাজ ও শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়েছে। আন্দোলনের জয়ে এলাকাবাসী এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শহিদ কমরেড আমির আলি হালদার স্মরণসভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাইশহাটায় তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আমির আলি হালদারকে ১৯৯৭ সালে ১১ জানুয়ারি তৎকালীন শাসক দল সিপিএমের ঘাতক বাহিনী নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে প্রতি বছর এই দিনিটিতে স্মরণসভা হয়। এ বছর ১১ জানুয়ারি বাইশহাটা লোকাল হাটে আমির আলি হালদার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, সৌরভ মুখার্জী, নন্দ পাত্র ও রাজ্য কমিটির সদস্য জয়কৃষ্ণ হালদার ও নিরঞ্জন নস্কর। বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজকুমার বসাক এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সালামত মোল্লা।

দলের মুম্বাই দফতরে তুরস্কের এমএলকেপি-র প্রতিনিধি

মুম্বাইয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র দফতরে ১৫ জানুয়ারি উপস্থিত হয়েছিলেন তুরস্কের এমএলকেপি সংগঠনের সদস্য কমরেড মেলেসা। তাঁকে স্বাগত জানান উপস্থিত নেতা-কর্মীরা। আন্তর্জাতিক, বিশেষত তুরস্ক ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংগঠনের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন থানে অঞ্চলের সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী, কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা, কমরেড দাত্তু কাজালে ও কমরেড ভাবিক রাজা।

কমরেড মেলেসা এস ইউ সি আই (সি)-র সাংগঠনিক অবস্থার প্রশংসা করেন এবং জানান, তাঁর দেশ তুরস্ক ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা একই রকমের। এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও বহু কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা গোয়ালিয়রে

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রের ফুলবাগ মোড়ে ১৬ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। বক্তব্য রাখেন, দলের জেলা সম্পাদক রচনা অগ্রবাল, জেলা কমিটির সদস্য রূপেশ জৈন, ধীরেন্দ্র শিবহরে সহ মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত বহু সাধারণ মানুষ।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ১৯ জানুয়ারি 'ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনে'-র উদ্যোগে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন হয়।

প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি স্বপন ঘোষ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য আহ্বায়ক সঞ্জয় চৌধুরী ও 'অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অজয় আচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাগরিক চমক দেববর্মা।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই(সি) প্রার্থী

- বিকাশপুরী ঃ সারদা দীক্ষিত
- বাদলি ঃ প্রমোদ কুমার
- সদর বাজার ঃ আশা রানি
- ওখলা ঃ রিজওয়ানা খাতুন
- ত্রিলোকপুরী ঃ নবীন রাম

চিকিৎসককে পুলিশি হয়রানি ও ১২ জনের সাসপেনশন

রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে প্রসূতি মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ ও ডাঃ আশফাকউল্লা নাইয়ার বাড়িতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে একজন প্রসূতির মৃত্যু ও তিন জনের অসুস্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ১২ জন জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসককে যেভাবে সাসপেন্ড করেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। যে সিআইডি তদন্তের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যবস্থা নিলেন তা অর্থাৎ পুলিশ দফতর এবং যে দফতরের দুষ্কর্মের তদন্ত হয়েছে সেই স্বাস্থ্য দফতর উভয়ই মুখ্যমন্ত্রীর অধীন। ফলে সিআইডি স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ করে বিষাক্ত স্যালাইন ব্যবহারের মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি এবং ওই দফতরের অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এমন তদন্ত হাস্যকর। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল দুর্নীতি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে মুখ্যমন্ত্রী এই চরম স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ নিলেন। আমরা অবিলম্বে এই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ আশফাকউল্লা নাইয়ার বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে যেভাবে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক তথা সমগ্র চিকিৎসক মহলে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্যই এই পদক্ষেপ। আসলে 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই তার চর্চা করছেন। রাজ্য সরকারের এই চরম স্বৈরাচারী আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

সপ্তম পে কমিশন ঘোষণার দাবি

কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক ৩৯ শতাংশ। রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। এর মধ্যে কেন্দ্র অষ্টম পে কমিশনের ঘোষণা করলেও রাজ্য নির্বিকার। তারা ডিএ-ও দিচ্ছে না। অথচ এই দুর্মূল্যের বাজারে সকলের, বিশেষত অবসরপ্রাপ্তদের ভয়াবহ অবস্থা। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহার দাবি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে সপ্তম পে কমিশনের ঘোষণা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের নবান্ন অভিযান

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের আহ্বানে ৮ জানুয়ারি দু'হাজারেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নবান্ন অভিযান করেন। তাঁদের দাবি— দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-১-এ ৭ জন আইসিডিএস কর্মীকে জোর করে বদলি করা চলবে না, বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সব্জি, ডিম ও জ্বালানির বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, মাসের শুরুতেই বেতন, সব্জি ও জ্বালানি বিল দিতে হবে, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও তাঁদের মতো বেতন দিতে হবে, অবসরপ্রাপ্তদের ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা দ্রুত দিতে হবে ইত্যাদি।

এ দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে বিশাল মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে পৌঁছলে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। সেখানেই বিক্ষোভ সভা চলে। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিতের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে নবান্নে যান।

২৮ জানুয়ারি থেকে
৯ ফেব্রুয়ারি
কলকাতা
বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নম্বর
৫৬২

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 24 Bengali Weekly January 24, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

জনজোয়ারে ভাসল মহানগরী কলকাতা

মিছিলে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

মুষ্টিবদ্ধ শাণিত হাত

এ মিছিলের শুরু অনেক আগেই

দুয়ের পাতার পর

মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র। মাইক প্রচারে, পোস্টার-ফ্লেক্স-দেওয়াল লিখনে ভরিয়ে দিয়েছেন এলাকা। শহরের বস্তি, পাড়া-মহল্লা, গ্রামের হাটে-পাড়ার মধ্যে সংগঠিত করেছেন অসংখ্য গ্রুপ বৈঠক। মানুষ মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন মহামিছিলের আমন্ত্রণ। বলেছেন, অবশ্যই পা মেলাব এই মিছিলে— এ তো আমারই দাবি, আমারই বুকের যন্ত্রণা প্রতিকারের দাবিই সোচ্চারে তুলে ধরার মিছিল। সাধারণ মানুষ উদার হাতে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এই মিছিলের জন্য। উজাড় করা সেই প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার বহন করেছে এই মহামিছিল।

২১ জানুয়ারি, পৃথিবীর বুকে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম সফল রূপকার মহান নেতা লেনিনের মৃত্যুর ১০২তম দিবস অতিক্রান্ত হল এই দিনেই। নিছক একটি দিন পেরিয়ে যাওয়া নয়, ২১ জানুয়ারির মিছিলে জড়িয়ে থেকেছে দিন বদলের স্বপ্ন। লেনিনের শিক্ষাকে এ দেশের বুকে বিশেষীকৃতভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে মহান নেতা শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, গণআন্দোলন যদি এই অসুস্থ সমাজটাকে বদলের স্বপ্ন মানুষকে না দেখাতে পারে তা হলে কোনও প্রতিবাদ, কোনও আন্দোলনই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আজকের সমাজে অভয়াদের বিচার অধরা থাকে, দুর্নীতিবাজ, খুনি, খুনের মদতদাতারা, ধর্ষকরা সরকারি ক্ষমতাধর দলের আশ্রয় পায়। সমাজের এই দুর্বিষহ অবস্থায় বিচার চাইবার স্লোগানে, দৃঢ়পণ আন্দোলনে কিছু দাবি আদায় হতেও পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জয় অধরাই থেকে যায়। তা পেতে হলে এই সমাজটাকে বদলে নতুন সমাজকাঠামোর জন্য লড়াইটাকে জড়িয়ে নিতে হবে আন্দোলনের ধারার সাথে। আর সেই পথের দিশারি হলেন মহান নেতা লেনিন। আন্দোলনে দাঁড়িয়ে যে মানুষগুলো স্লোগানে গলা মোলাচ্ছেন, তাঁরা যদি রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিটাকে স্বচ্ছ করার চেষ্টায় না নামেন, কোন শক্তি তাঁদের গদি দখলের খেলায় দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করতে চাইছে, আর কোন শক্তি চাইছে তাদের দিন বদলের পথে নিয়ে যেতে, তা চিনবার চোখ তৈরি করার চেষ্টা না করেন তা হলে মানুষকে বারে বারে ঠকতে হবে। এই শিক্ষাই দিয়ে যান লেনিন ও তাঁর উত্তরসাধকরা।

রাজনীতির এই দিশা চেনার পাঠ ২১ জানুয়ারির মিছিলে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক আন্দোলনকে দখল না করে রাজনীতির ঠিক-বেঠিক চিনিয়ে দেওয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পেরেছে বলেই ২১ জানুয়ারির মিছিলে দেখা মিলেছে এমন বহু জনের যাঁরা কোনও দিন আগে কোনও রাজনৈতিক দলের ডাককে নিজের ডাক বলে মনে করেননি। এ বার তাঁরা এই ডাকের মধ্যে পেয়েছেন, নিজেদের শক্তির সন্ধান— তাই এসেছেন দলে দলে।

এই মিছিলকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলার দায়িত্ব বুকে নিয়েই তাঁরা নিজের এলাকায়, নিজের ঘরে ফিরেছেন। মিছিলের কাজ কিন্তু শেষ হয়নি। ন্যায়বিচার শুধু নয়, সমাজে যথার্থ ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই মিছিল এগিয়ে চলেছে অবিচল।

মহামিছিলে মানুষের ঢল

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com